দৈনিক খবর

তারিখ ... 18 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

(৪)

১৪

ক্যাম্পাসে আবারও গোলাগুলী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আবারও রক্ত ঝরেছে। দু'টি ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষের সময় স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হওয়ার খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। আমাদের স্টাফ রিপোর্টারের পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, গত বুধবার সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দু'টি সংগঠনের মধ্যে ব্যাপক গুলী বিনিময় ও বোমাবাজির ঘটনায় একজন ছাত্র গুলীবিদ্ধ ও অপর একজন ছুরিকাহত হয়েছে। গুলীবিদ্ধ ছাত্রলীগ কর্মী মোস্তাফিজুর রহমানের অবস্থা আশংকাজনক।

আমাদের স্টাফ রিপোর্টার ঘটনার পটভূমি উল্লেখ প্রসঙ্গে লিখেছেন, বুধবার সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকায় আকস্মিকভাবে গোলাগুলী শুরু হয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলের জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল থেকে ববি নামে একজন কর্মী বাংলাদেশ ছাত্রলীগে (আ-অ) যোগদান করে। বুধবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী এলাকায় ছাত্রদলের কয়েকজনের হাতে উক্ত ববি প্রহৃত হয়। এ ঘটনার জের হিসেবে সন্ধ্যায় দু'পক্ষের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। টিএসসি এলাকায় গোলাগুলী শুরু হলে গোটা ক্যাম্পাসে আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন হলে সাজসাজ রব পড়ে যায়। রাত ৮টা পর্যন্ত মহসীন, সূর্যসেন, জসিমুদ্দীন, বঙ্গবন্ধু, জিয়া, সলিমুল্লাহ ও জহুরুল হক হল এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলী চলে এবং কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। সূর্যসেন হলের সামনে ছাত্রলীগের কর্মী মোস্তাফিজুর রহমান জাহান গুলীবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। তার পিঠে মেরুদন্ডের কাছে গুলী লেগেছে। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে বক্ষব্যাধি হাসপাতালে পাঠানো হয়। তার অবস্থা আশংকাজনক। মনিরুল ইসলাম নামক আরো একজন ছাত্র বোমার আঘাতে আহত হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পুনরায় গোলাগুলী ও বোমাবাজির ঘটনায় আমরা উদ্বিগ্ন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য সম্প্রতি যে সব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তাতে ঈপ্সিত ফল পাওয়া যাবে বলে আমরা দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আগের তুলনায় অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল এবং ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাস করে যাচ্ছিল। পরিস্থিতির ক্রমোন্নতি লক্ষ্য করে অভিভাবকরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের উচ্চশিক্ষা লাভের ব্যাপারে বেশ আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। আমরাও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপগুলো সুফল ফলাতে সক্ষম হয়েছে দেখতে পেয়ে কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানিয়েছিলাম। কিন্তু গত বুধবারের হিংসাত্মক ঘটনায় অভিভাবক মহলে আবার উদ্বেগ সঞ্চারিত না হয়ে পারবে না। আমরা তাই বিষয়টিকে গভীরভাবে পর্যালোচনার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছি।

গত বুধবার রাতে গোলাগুলীর ঘটনা সম্পর্কে পত্রিকার রিপোর্টগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, দু'টি বৃহৎ ছাত্র সংগঠনের কর্মীরাই উল্লেখিত গোলাগুলীর জন্য দায়ী। সাম্প্রতিক গণ-আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে যে একটা বিরাট গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে সে সম্পর্কে সচেতনতার অভাববশতঃই সংশ্লিষ্ট ছাত্র সংগঠনের কর্মীরা ক্যাম্পাসকে আবারও সন্ত্রাসী তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার মহড়া দিয়েছে। এ অবস্থায় সচেতন ছাত্র সমাজের দায়িত্ব হবে সন্ত্রাসী তৎপরতার সুযোগ চিরতরে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করা। আর কর্তৃপক্ষের আশু কর্তব্য হবে প্রতিটি হলকে অস্ত্রমুক্ত করার জন্য ব্যাপক তল্লাশী অভিযান শুরু করা। ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্যও একইভাবে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ ছাত্রদের সম্মিলিত প্রয়াসে ক্যাম্পাসকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব বলে আমরা বিশ্বাস করি। সাহসের সাথে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পারলেই সন্ত্রাসকারীরা লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হবে। তবে এ ব্যাপারে সাধারণ ছাত্রদের উৎসাহিত ও সংঘবদ্ধ করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। সন্ত্রাস নির্মূল অভিযানকে সফল করে তুলতে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসহ সকল দেশপ্রেমিক জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি।